CBCS B.A. HONS - POLITICAL SCIENCE

SEM-V CC-12: Indian Political Thought-I
TOPIC– VIII. Kabir: Syncretism
কবীর : সমন্বয়বাদ

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

কবীর - সমন্বয়বাদ

যদিও বহু শতাব্দী ধরে বিশ্বব্যাপী অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি প্রেম এবং এর রূপান্তরমূলক মূল্য সম্পর্কে কথা বলেছেন, ভারতে, প্রেমের বার্তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিভিন্ন সাধুদের দ্বারা প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু একজন সাধক-কবি যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি হলেন কবীর। কবীর তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে কবিতা ও জীবন প্রেমের মূল্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। এবং তার বার্তা ভারতের সংস্কৃতি ও দর্শনে গভীর ছাপ ফেলেছে। ২৮শে জুন, ২০১৮ মরমী কবি, সংস্কারক এবং সাধকের ৫০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী হিসাবে চিহ্নিত। কবীরের চিন্তাধারা আজও ততটাই প্রাসঙ্গিক এবং বিপ্লবী, যতটা তার সময়ে ছিল।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বের সময়ে ভারতে অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে রামানন্দের শিষ্য কবীর একজন প্রধান। পরবর্ত্তী ধর্ম্ম সংস্কারকদের উপরও তার প্রভাব বহুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছিল। কবীর ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫১৮ সালে (মতান্তরে ১৪৫০) পরলোক গমন করেন। তিনি মুসলমানজাতীয় জোলার (তাঁতির) ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নীরু ও মাতার নাম নীমা ছিল। তিনি রামানন্দের নিকট নূতন সংস্কারমূলক ধর্ম্ম লাভ করেন। সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করেন এবং এসম্বন্ধে হিন্দু, মুসলমান উভয়কেই তিনি তার ভাবনার সাথে যুক্ত করেছিলেন।

কবীর, একজন সাধু-কবি, ছিলেন ভারতের ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম উচ্চতম ব্যক্তিত্ব। তিনি বারাণসীতে একজন অতীন্দ্রিয় কবি হিসেবে বেড়ে ওঠেন যেখানে তিনি শুধুমাত্র হিন্দু দর্শনের অসমতা এবং সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসেরই নয়, ইসলামের গোঁড়ামিরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তার জীবন এবং দোহাগুলির মাধ্যমে, তিনি অন্যদের সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে এবং প্রেম, সমবেদনা এবং নিজের এবং বিশ্বের সৎ আত্মদর্শন গ্রহণ করতে উত্সাহিত করেন। কবীরের মৌলিক বার্তা হল প্রেম। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত দোহাগুলির মধ্যে একটি যা এই বার্তাটিকে এত সুন্দরভাবে ধারণ করেছে: পোতি পড় পড় কর জাগ মুয়া, পণ্ডিত ভয় না কয়ে, ধই অক্ষর প্রেম কে, জো পড়ে তাই পণ্ডিত হয় (অগণিত বই পড়ে পণ্ডিতরা কখনও তৈরি হননি, কিন্তু যিনি বোঝে প্রেম যে কোন পণ্ডিত পণ্ডিতের চেয়ে বড়)।

কবীর প্রাচীন ভারতের একজন কবি যিনি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে হিন্দু - মুসলমান সম্প্রীতির কথা বলেছিলেন। তার রচনা ভক্তি আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও তিনি আসলে প্রেমের কথা এবং জীবনের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে তার গান ও কবিতাকে সুফি ধারা এবং মরমিয়া বাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। "কবীর" নামটি আরবি "আল-কবির" শব্দটি থেকে এসেছে। শব্দটির অর্থ "মহান"। কবীর বড় হয়েছিলেন তাঁত শিল্পের মাঝে। বুনন শিল্পের কথা তাই বারবার উঠে আসে তার লেখার মধ্যে। এ কথা জানা যায় যে সমাজের নিম্ন বিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন কবীর। তার লেখার মধ্যেও নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কবীর লেখক ছিলেন না কেবল, কবীর ছিলেন একজন সৃষ্টিকর্তা। তিনি সাধক এবং গৃহস্থ সন্ন্যাসী। সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার সরল-নির্ভীক ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হয়ে, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এসম্বন্ধে তার উপর নির্য্যাতন ও করা হয়। সম্রাট সেকেন্দর লোধি তাঁহাকে আহ্বান করেন কিন্তু তার উচ্চ ধর্ম্মভাব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তার ওপর অত্যাচার করা থেকে বিরত হন। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, তীর্থ, ব্রত, মালা, তিলক, মর্কট বৈরাগ্য প্রভৃতি সকল প্রকার কুসংস্কারের মূলেই তিনি প্রচণ্ড আঘাত করেছিলেন।

কবীরের বানী মৌখিক পরম্পরায় প্রবাহিত হত। গানের মধ্যে দিয়ে তার কথা ছড়িয়ে পড়তো যুগের ওপারে। তার গান কাশী, দিল্লী, পাঞ্জাব, রাজাস্থান, গুজরাট, বিহার, বাংলা হয়ে ওড়িশা অবধি ছড়িয়ে পড়ে। কবীরের গানে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন গুরু নানক। ১৫৭০ থেকে ১৫৭২ এ কবীরের বেশ কিছু কবিতা যুক্ত হয়ে যায় "গবিন্দাল পথি" সমূহের মধ্যে। কবীরের লিখিত পান্ডুলিপি তিনটি পথে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন- উত্তরের শাখা–শিখদের দ্বারা পালিত হয়। এই পথ নানক, গুরু গোবিন্দ সিংহের হাত ধরে ক্রমে শিখ ধারার মধ্যে ঢুকে যায়। পাশ্চাত্য শাখা মূলত রাজস্থান অবধি গেছে। পরবর্তীকালে দাদূ দয়াল এবং নিরঞ্জন সম্প্রদায়ের মাধ্যমে তা বিকাশ লাভ করে। দাদূ পন্থীরা নির্গুণের উপাসক ছিলেন। পূর্বের শাখা– কবীর পন্থকে নিয়ে কাজ করে। কবীর বীজক এই শাখার একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এখানে গানের ধারা কম, বরঞ্চ মৌখিক পরম্পরাটাকে লেখায় আটকে ফেলার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যা কেবল হাতে লেখাই নয়, ছাপাখানা অবধি পৌঁছে যায় উনিশ শতকে। এই পথে সহজ গানের পরিবর্তে তত্ত্ব কথা প্রাধান্য পায়।

কবীরের অনুবাদে বহু ভাষার সমাগম প্রত্যক্ষ করা যায়। মৌখিক ধারায় প্রচলিত ছিল কিন্তু সেগুলোকে যখন লিখিত আকারে ধরা হয় তখন তার মধ্যে অন্য ভাষার ঝোঁক পড়ে যায়। যুক্ত হয়ে যায় প্রেক্ষাপটও। শিখদের ক্ষেত্রে পাঞ্জাবী ভাষার অংশ জুড়ে যায়। আবার রাজস্থানে কবীরের অনুবাদ ভিন্ন স্বাদের। তার কবিতার মধ্যে বুনন শিল্পের কথা পাওয়া যায়। শাড়ি, কাপড় বোনা-এই লোকজ উপাদান গুলো কবীরের কবিতায় বার বার ফিরে আসে।আপামর জনসাধারণের কাছে পোঁছানোর জন্য কবীর খুব সরল লোকায়ত উপাদান ব্যবহার করেছিলেন তার কবিতার মধ্যে, ফলে হিন্দু, মুসলমান এই ভেদ গুলো ছাপিয়ে তিনি সকল মানুষের আপন হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাই কবীরের গান এবং দোঁহা ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে সমগ্র ভারতে। সুফিবাদের কাছাকাছি ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায় কবীরের লেখার মধ্যে।

কবীরের মতবাদ শিখদের ভাবনাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কবীরের মতবাদের বর্তমান উত্তরসূরি হল কবীর পন্থ নামে পরিচিত একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, যেটি সন্ত মৎ সম্প্রদায়গুলির অন্যতম। "কবীরপন্থী"রা বর্তমানে ছড়িয়ে আছেন মূলত উত্তর ও মধ্যভারতে এবং বহির্ভারতে বসবাসকারী অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে। কবীরের কিছু কবিতা- পানী বিচ মীন পিপাসী, কোই রহীম কোই রাম বখানৈ ছাড়াও বিনয় দারভেদকারের "কবীরের" কবিতার অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। কবীরকে নিয়ে রচিত কিছু আদি গ্রন্থ হল বীজকমূল–এটি খেমরাজ কৃষ্ণদাসের রচনা। বীজক কবীর সাহবকা – পূর্ণদাস সাহেবের রচনা। কবীর শব্দাবলী–এটি এলাহাবাদ থেকে একত্র করা হয়। কবীর সাগর –স্বামী যুগলানন্দের রচনা। সত্য কবীরকী সাথী যা শিবহরের লেখা। কবীর মনশূর – প্রমাণন্দজী, মকনজী কুবেরের রচনা। পরমার্থ রাজনীতি ধর্ম – সাধু কাশীদাসের রচনা এছাড়াও পঞ্চগ্রন্থী, সংজ্ঞা পাঠ, কবীরোপাসনা পদ্ধতি, কবীর কাসৌটী, কবীর বাণী বইগুলো বিশেষ উল্লখযোগ্য।

আহমদাবাদের দাদু এক কবীরপন্থীর শিষ্য ছিলেন, প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি তুলসীদাস, রাজপুতানার সাধিকা মীরাবাই, শিখধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ও ভক্ত ছিলেন। গুরু নানক তীর্থ পর্য্যটন ব্যপদেশে কাশীতে উপস্থিত হইয়া কবীরের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করেন। শিখ ধর্ম্মশাস্ত্র 'গ্রন্থসাহেব' কবীরের বাণীতে পরিপূর্ণ। তদ্ভিন্ন অযোধ্যার জগজ্জীবন দাস প্রতিষ্ঠিত সৎনামী সম্প্রদায়, মালব দেশের বাবালাল প্রতিষ্ঠিত বাবালালী সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত শিবনারায়ণী সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু সাধকসঙ্ঘ কবীরের উদার মতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। এই সকল সাধু মহাত্মাদের চেষ্টায় উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলমানের গোঁড়ামী ও অন্ধ কুসংস্কার বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কবীর ধর্ম্মভাবের ব্যাকুলতায় দূর দূরান্তর দেশসমূহে পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে গোরখপুরের নিকটবর্ত্তী হিমালয়ের পদমূলে মগহর গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কবীরের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের সৎকার করা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে ঘোরতর কলহের সৃষ্টি হয়। কিম্বদন্তী আছে যে তার দেহের আচ্ছাদন অপসারিত করলে দেখা যায় যে, মৃতদেহের পরিবর্ত্তে কতকগুলি ফুল পরে আছে। সেই ফুল বন্টন করে হিন্দু শিষ্যগণ একভাগ কাশীতে গিয়া দাহ করেন এবং কাশীস্থিত কবীরচৌবা নামক স্থানে সেই ভস্ম সমাধিস্থ করেন। মুসলমান ভক্তগণ ফলের অপর অর্দ্ধাংশ মগহরেই কবর দিয়া রাখেন। তাই ঐ উভয় স্থানই কবীরপন্থীদের তীর্থস্থান হিসাবে রয়েছে।

কবীর তার সহজজ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধিবলে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব, শাশ্বত সত্য ও মধুর কবিতা প্রকাশ করে গেছেন যা মূলত সর্ব-ধর্ম সমন্বয়বাদ কেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। তিনি ভগবানকে রাম (আনন্দময়), প্রভু, সাঁই, আল্লা, খোদা, পুরাসাহেব (পূর্ণব্রহ্ম), অনুগঢ়িয়া দেবা (অগঠিত, স্বয়ম্বু দেবতা) এই সকল নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবীরের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী হওয়াতে পরস্পরের ধর্ম্মমতে প্রভাব পরস্পরের উপর পরেছিল। কিন্তু মুসলমান তখন দেশের রাজা। তাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ও গোঁড়ামির জোর রাজশক্তির সাহায্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেইজন্য আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদের আচার ও

সামাজিক বিধি দৃঢ়তর নিয়মে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়েই রামানন্দ ও তাঁর শিষ্যগণ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করবার চেষ্ট করেন। কবীরের প্রভাব তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বহু সাধুভক্তের জীবনের উপর প্রতিফলিত হয়েছিলো।

তাই, সমন্বয়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কবীরের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আজকের মেরুকৃত সমাজে তীব্রভাবে অনুভূত হয়। আমাদের সমাজে বর্ণ ও ধর্মের বিভাজন বরাবর দেখা গিয়েছে । ধর্ম ও বর্ণের উপর ভিত্তি করে পরিচয় সামাজিক সংহতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে দুর্বল করে ফেলে। সকল নাগরিকের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার উন্নয়নে রাষ্ট্রের যে কর্তব্য তা সফল ভাবে পালন করতে তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগের প্রয়োজন সর্বাংশে। তাই কবীরের শিক্ষার আলোকে সমন্বয়বাদের ধারণাকে আলোচনা করা প্রয়োজন।